রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত তরিকায় নামায পড়ি

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল-মাদানী

ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটি। ঈমান গ্রহণের পর ইসলামে নামাযের গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশি। মুসলমান হিসেবে গোটা বছর একমাত্র নামাযই আমাদের প্রতিদিনের ফরয দায়িত্ব। আল্লাহর সাথে কথা বলতে তোর পাহাড়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আরশে পৌঁছা আমাদের সাধ্যে নেই। নামাযই মোমেনদের মেরাজ। বান্দা ও প্রভুর মধ্যে নির্জন সেতুবন্ধের শ্রেষ্ঠতম উপায়। পরকালে আমাদেরকে প্রতিটি আমলের হিসাব দিতে হবে মহান আল্লাহর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞাসার শীর্ষ তালিকায় থাকবে নামায সম্পর্কীয় মোকাদ্দামা। সেই নামায আদায়কারীর সংখ্যা এ বিশ্বে আজ কত জন? আর আমরা যারা নামায আদায় করি তাদের কত জনের নামায হচ্ছে সহীহ শুদ্ধভাবে, রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত তরিকা মতে। এর জন্য শুধু আমাদের অজানাই দায়ী নয়। রয়েছে যথেষ্ট অবহেলা। আল কুরআনের ভাষায় নামাযে অবহেলা করা মুনাফিকের অন্যতম নিদর্শন। (সূরায়ে নিসা ১৪২) আমরা কি মুনাফিক? না, আমরা সত্যিকার মুসলমান। তাহলে সঠিকভাবে নামায আদায়ে আমাদের কেন অবহেলা? এ বিষয়ে জানার প্রশ্নে আমাদের কেন উদাসীনতা?

অসংখ্য হাদীসে মহানবী (সা.) সহীহ শুদ্ধভাবে নামায আদায় করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। যথাযথভাবে নামায আদায় না করে শুধু দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে নামায পরিপূর্ণ হয় না। বরং সামান্য ত্রুটি বা অবহেলার কারণে নামায হয় অশুদ্ধ ও মূল্যহীন। এমন স্পষ্ট বর্ণনা বিভিন্ন হাদীসে এসেছে। "জনৈক সাহাবী মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে নামায আদায় করেন। অতঃপর রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে তাঁকে সালাম করেন। রাসূল (সা.) সালামের উত্তর দিয়ে তাকে বলেন, "তুমি পুনরায় গিয়ে নামায আদায় করো, তুমি নামায আদায় করোনি।" অতঃপর ওই সাহাবী নামায আদায় করে রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে সালাম করেন। রাসূল (সা.) সালামের উত্তর দিয়ে তাকে বলেন, "তুমি পুনরায় গিয়ে নামায আদায় করো, তুমি নামায আদায় করোনি।" এভাবে ওই

লোকটিকে রাসূল (সা.) তিনবার একই ধরনের নির্দেশ দেন। অতঃপর ওই লোকটি বলেন, আপনাকে যিনি সত্যের বাণী দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ করে বলছি, আমি এর চেয়ে উত্তমরূপে নামায আদায় করতে পারি না, আমাকে তা শিক্ষা দেন। রাসূল (সা.) তখন তাকে পূর্ণাঙ্গ নামায যথাযথভাবে শিক্ষা দেন। (বুখারী হা. ৭৯৩, ৬২৫১)

বিচারপতি আল্লামা তাকী উসমানী (দা. বা.) কতই না সুন্দর লিখেছেন, নবীজির (সা.) সুন্নাত মুতাবেক নামায আদায় করা ও এর ব্যতিক্রমভাবে আদায় করাতে সময়ের কোনো ব্যবধান হয় না। সুন্নাত মতো নামায আদায় করতে পরিশ্রম বেশি হয় না, হয় না টাকা-পয়সা বা অন্য কোনো সামগ্রীর প্রয়োজন। তবে প্রয়োজন শুধু জানা, আর অবহেলা ও উদাসীনতাকে চিরতরে বিলীন করে দেয়া। রাসূলের (সা.) আদর্শে উজ্জীবিত হওয়ার আগ্রহ সৃষ্টির প্রয়োজন। প্রয়োজন প্রভুকে সন্তুষ্ট করার প্রেরণায় সুদৃঢ়চিত্তে এবাদতে মগ্ন হওয়ার। তবেই সহজ হবে সব ব্যবস্থা, সফল হবে চেষ্টা প্রচেষ্টা।

মনে করুন, নামাযে পায়ের পাতাগুলো কিবলামুখী করে দাঁড়ানো সুন্নাত। পায়ের পাতাগুলোকে কিবলামুখী করা আর না করার মধ্যে সময়ের কোনো ব্যবধান নেই। নেই এখানে সাধ্য অসাধ্যের কোনো বিষয়। এখানে আগ্রহ ও মননশীলতার প্রয়োজন। আছে জানার প্রয়োজন। তাই নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাবতীয় সুন্নাতগুলো হাদীস গ্রন্থের উদ্ধৃতি সহকারে অতি সংক্ষেপে আমরা আল আবরার পরিবারের হাতে তুলে দেয়ার চিন্তা করেছি। এ আয়োজন থেকে কেউ সামান্যতম উপকৃত হলে তা আমাদের জন্য মুক্তির উপায় হবে। হবে সবার জন্য শ্রেষ্ঠ সম্বল। উল্লেখ্য, নামাযে যেসকল ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য ভিন্নতা রয়েছে তাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

নামাযের সুন্নাতসমূহ

নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় সুন্নাত ১১টি

১. উভয় পায়ের আঙুলসমূহ কিবলামুখী করে স্বাভাবিকভাবে দাঁড়ানো। (বুখারী ২/৯২৪ হা. ৬২৫১, তিরমিযী ১/৬৬ হা. ৩০৪ সহীহ) (বিজ্ঞ ইমামগণের গবেষণা মতে পুরুষদের উভয় পায়ের মধ্যে নিম্নে চার আঙুল, উর্ধ্বে একবিঘত পরিমাণ ফাঁকা রাখা হবে স্বাভাবিক পরিমাণ।)

মহিলাগণ উভয় পায়ের গোড়ালি

মিলিয়ে রাখবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/২৭০ হা. ২৭৯৪ সহীহ)
২. তাকবীরে তাহরীমার সময় চেহারা কিবলার দিকে রেখে নজর সিজদার স্থানে রাখা এবং হাত উঠানোর সময় মাথা না ঝুঁকানো। (মুস্তাদরাকে হাকেম ১/৪৭৯ হা. ১৭৬১ সহীহ, তিরমিযী ১/৬৬ হা. ৩০৪ সহীহ)
৩. উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠানো। অর্থাৎ উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা কানের লতি পর্যন্ত উঠানো। (মুসলিম ১/১৬৮ হা. ৩৯১)
* মহিলাগণ তাদের হাত বুক বা কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে এবং কাপড়ের ভেতর থেকে হাত বাহির করবে না। (তিরমিযী ১/২২২ হা. ১১৭৩ সহীহ, তাবরানী কাবীর ৯/১৪৪ হা. ১৭৪৯৭ সহীহ, ২২/২০ হা. ২৮ হাদীসটি গ্রহণযোগ্য)
৪. হাত উঠানোর সময় আঙুলসমূহ ও হাতের তালু কিবলামুখী রাখা। (তিরমিযী ১/৫৬ হা. ২৪০ সহীহ, তাবরানী আউসাত ৮/৪৪ হা. ৭৮০১)
৫. আঙুলসমূহ স্বাভাবিক রাখা অর্থাৎ একেবারে মিলিয়েও না রাখা, আবার বেশি ফাঁকা ফাঁকাও না রাখা। (মুস্তাদরাক-১/২৩৪ হা. ৮৫৬ সহীহ)
৬. ইমামের তাকবীরে তাহরীমা বলার পর সাথে সাথে মুক্তাদীর তাকবীরে তাহরীমা বলা। তবে যেন ইমামের তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে মুক্তাদীর তাকবীরে তাহরীমার নিঃশ্বাস সমাপ্ত না হয় তা লক্ষ রাখতে হবে। এরূপ হলে মুক্তাদীর নামায ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। (বুখারী ১/১০১ হা. ৭৩৪, মুসলিম ১/১৭৭ হা. ৪১৪, ৪১৫)
৭. হাত বাঁধার সময় ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের (পাতার) ওপর রাখা। (নাসাঈ ১/১০২ হা. ৮২৮ সহীহ)
৮. ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা গোলাকার বৃত্ত বানিয়ে বাম হাতের কবজি শক্তভাবে ধরা। (তিরমিযী-১/৫৯ হা. ২৫২, নাসাঈ-১/১০২ হা. ৮৮৬, ইবনে মাজাহ-৫৬ হা. ৮১১, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/৩৪৩ হা. ৩৯৪২)
৯. উপরে ৮ নাম্বারে উল্লিখিত হাদীসের আলোকে বিজ্ঞ ইমামগণ বলেন, অবশিষ্ট তিন আঙুল বাম হাতের ওপর স্বাভাবিকভাবে বিছিয়ে রাখবে।
মহিলাগণ ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের ওপর স্বাভাবিকভাবে রাখবে। পুরুষের মতো শক্ত করে ধরবে না।
১০. নাভির নিচে হাত বাঁধা। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/৩৯০ হা. ৩৯৫৯ সহীহ)
* মহিলাগণ তাদের হাত কাপড়ের ভেতরে (বুকের ওপর) রাখবে। (তিরমিযী ১/২২২ হা. ১১৭৩ হাসান)
১১. ছানা পড়া। (আবু দাউদ ১/১১৩ হা. ৭৭৫, ৭৭৬ সহীহ)

নামাযে ক্বিরা'আতের সুন্নাত ৭টি

১. প্রথম রাকা'আতে ছানা পড়ার পর পূর্ণ আ'উযুবিল্লাহ পড়া। (আবু দাউদ- ১/১১১ হা, ৭৬৪/ ইবনে মাজাহ- ১/৪৪৩ হা. ৮০৭)
২. প্রতি রাকা'আতে সূরা ফাতিহা ও সূরা মিলানোর পূর্বে পূর্ণ বিসমিল্লাহ পড়া। (নাসাঈ ১/১০৪ হা. ৯০৪)
৩. সূরা ফাতিহার পর ইমাম, মুক্তাদি বা একাকী নামাযী সবাই নীরবে 'আমীন' বলা। (বুখারী ১/১০৮ হা. ৭৮২, মুস্তাদরাকে হাকেম ২/২৩২, হা. ২৯১৩, সুনানে দারাকুতনী-১/২৬৩ হা. ১২৫৬)
৪. ফজর এবং যোহরের নামাযে ত্বিওয়ালে মুফাসসাল (লম্বা ক্বিরা'আত) অর্থাৎ সূরা 'হুজুরাত' থেকে সূরা 'বুরূজ' পর্যন্ত যেকোনো সূরা পড়া। আসর এবং ইশার নামাযে আউসাতে মুফাসসাল (মধ্যম ক্বিরা'আত) অর্থাৎ সূরা 'ত্বারিক' থেকে সূরা 'লাম-ইয়াকুন' পর্যন্ত যেকোনো সূরা পড়া। মাগরিবে ক্বিসারে মুফাসসাল (ছোট ক্বিরা'আত) অর্থাৎ সূরা 'ইযা-যুলযিলাত্' থেকে সূরা 'নাস' পর্যন্ত থেকে যেকোনো একটি সূরা পড়া অথবা অন্য বড় সূরা থেকে এ পরিমাণ ক্বিরা'আত পাঠ করা। (নাসাঈ ১/১১৩ হা. ৯৮২, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক-২/১০৪ হা. ২৬৭২)
৫. ফজরের প্রথম রাক'আত দ্বিতীয় রাক'আত অপেক্ষা লম্বা করা। অন্যান্য ওয়াক্তে উভয় রাক'আতে ক্বিরা'আতের পরিমাণ সমান রাখা উচিত। (মুসলিম ১/১৮৬ হা. ৪৫১, ৪৫২)
৬. ক্বিরা'আত অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বা একেবারে ধীর গতিতে না পড়া, বরং মধ্যম গতিতে পড়া। (মুসলিম ১/২৫৩ হা. ৭৩৩)
৭. ফরয নামাযের তৃতীয় এবং চতুর্থ রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়া। (বুখারী ১/১০৭ হা. ৭৭৬, মুসলিম ১/১৮৫ হা. ৪৫১)

নামাযে রুকুর সুন্নাত ৮টি

১. তাকবীর বলা অবস্থায় রুকুতে যাওয়া। (বুখারী ১/১০৮ হা. ৭৮৯)
২. উভয় হাত দ্বারা শক্তভাবে হাঁটু ধরা। (বুখারী ১/১০৯ হা. ৭৯০)
৩. হাতের আঙুলসমূহ ফাঁকা করে ছড়িয়ে রাখা। (আবু দাউদ-১/১০৬ হা. ৭৩১ সহীহ, মুসনাদে আহমদ ৪/১২০ হা. ১৭০৮৫ সহীহ)
* মহিলাগণ উভয় হাত হাঁটুর ওপর স্বাভাবিকভাবে রাখবে, পুরুষদের মতো শক্ত করে ধরবে না এবং আঙুলগুলো মিলিয়ে রাখবে।

(মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৩/১৩৭ হা. ৫০৬৯ সহীহ)
৪. উভয় হাত সম্পূর্ণ সোজা রাখা, কনুই বাঁকা না করা। (আবু দাউদ-১/১০৭ হা. ৭৩৪ হাসান)
* মহিলাগণ তাদের উভয় বাহু পাঁজরের সঙ্গে মিলিয়ে রাখবে। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৩/১৩৭ হা. ৫০৬৯ সহীহ)
৫. পায়ের গোছা, হাঁটু ও উরু সম্পূর্ণ সোজা রাখা। হাঁটু সামনের দিকে বাঁকা না করা। (আবু দাউদ-১/১২৫ হা. ৮৬৩ হাসান, মুসনাদে আহমদ ৪/১১৯ হা. ১৭০৮০ সহীহ)
৬. মাথা, পিঠ ও কোমর সমান রাখা, উঁচ-নিচু না করা। (বুখারী-১/১১৪ হা. ৮২৮ মুসলিম-১/১৯৪ হা. ৪৯৮)
* মহিলাগণ রুকুতে পুরুষদের তুলনায় কম ঝুঁকবে। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৩/১৩৭ হা. ৫০৬৯ সহীহ)
৭. রুকুতে কমপক্ষে তিনবার রুকুর তাসবীহ (সুবহানা রাব্বিয়াল 'আযীম) পড়া। (আবু দাউদ-১/১২৯ হা. ৮৮৬ সহীহে ইবনে খুজায়মা ১/৩৩৪ হা. ৬৬৮ হাসান লিগাইরিহী)
৮. রুকু হতে ওঠার সময় ইমাম 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্ এবং মুক্তাদী 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' এবং একাকী নামায আদায়কারী উভয়টি বলা। (বুখারী-১/১০১ হা. ৭৩৩,৭৮৯)
বি.দ্র. রুকু থেকে উঠে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে এক তাসবীহ পরিমাণ স্থিরভাবে দাঁড়ানো জরুরি। (বুখারী -১/১১০ হা. ৮০১,৮০২)

নামাযে সিজদার সুন্নাত ১২টি

১. তাকবীর বলা অবস্থায় সিজদায় যাওয়া। (বুখারী ১/১১০ হা. ৮০৩) (সিজদায় যাওয়া ও সিজদা হতে দাঁড়ানোর সময় তাকবীর এক আলিফ থেকে অধিক টানা উচিত নয়। অবশ্য হদর এবং তারতীলের পার্থক্য থাকবে।) (শামী- ১ : ৪৮০)
২. প্রথমে উভয় হাঁটু মাটিতে রাখা। (নাসাঈ ২/২০৬ হা. ১০৮৯, আবু দাউদ১/১২২ হা. ৮৩৮ সহীহ লিগাইরিহী)
৩. তারপর (হাঁটু থেকে আনুমানিক এক হাত সামনে) উভয় হাত রাখা এবং হাতের আঙুলসমূহ কিবলামুখী করে সম্পূর্ণরূপে মিলিয়ে রাখা। (বুখারী ১/১১৪ হা. ৮২৮, সহীহে ইবনে খুজায়মা ১/৩২৪ হা. ৬৪২, ৬৪৩ হাসান)
* মহিলাগণ অত্যন্ত জড়সড় ও সংকুচিত হয়ে সিজদা করবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/২৪২ হা. ২৭৭৭ সহীহ)
৪. তারপর উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা বরাবর নাক রাখা। (মুসনাদে আহমাদ-৪/৩১৮ হা. ১৮৮৯৪ সহীহ)
৫. তারপর কপাল রাখা। (মুসনাদে আহমদ-৪/৩১৭ হা. ১৮৮৮০ সহীহ)
৬. অতঃপর দুই হাতের মাঝে সিজদা করা এবং দৃষ্টি নাকের অগ্রভাগের দিকে রাখা। (মুসলিম-১/১৭৩ হা. ৪০১/ মুস্তাদরাকে হাকেম ১/৪৭৯ হা. ১৭৬১ সহীহ)
৭. সিজদায় পেট উরু থেকে পৃথক রাখা। (মুসলিম ১/১৯৪, হা. ৪৯৬, আবু দাউদ- ১/১০৭ হা. ৭৩৫ হাসান)
* মহিলাগণ উভয় রানের সঙ্গে পেট মিলিয়ে রাখবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/২৪২ হা. ২৭৭৭ সহীহ)
৮. পাঁজরদ্বয় থেকে উভয় বাহু পৃথক রাখা। (বুখারী ১/১১২ হাঃ ৮০৭)
* মহিলাগণ বাহুদ্বয় যথাসাধ্য পাঁজরের সাথে মিলিয়ে রাখবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/১৩৮ হা. ২৭৮১ সহীহ।)
৯. কনুই মাটি ও হাঁটু থেকে পৃথক রাখা। (বুখারী ১/১১৩ হা. ৮২২)
* মহিলাগণ কনুই মাটিতে মিলিয়ে রাখবে এবং পায়ের পাতাগুলো দাঁড়ানো না রেখে (ডান দিকে বের করে) মাটিতে বিছিয়ে রাখবে আর আঙুলগুলো যথাসাধ্য কিবলামুখী রাখবে। (মারাসীলে আবী দাউদ ১১৯ হা. ৮৭ সহীহ)
১০. সিজদায় কমপক্ষে তিনবার সিজদার তাসবীহ (সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা) পড়া। (আবু দাউদ ১/৫৪২ হা. ৮৭০ হাসান)
১১. তাকবীর বলা অবস্থায় সিজদা হতে ওঠা। (বুখারী-১/১১৪ হা. ৮২৫)
১২. প্রথমে কপাল, (তারপর নাক) তারপর উভয় হাত, তারপর উভয় হাঁটু উঠানো। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক-২/১৭৭ হা. ২৯৫৮ সহীহ)
বি.দ্র. দাঁড়ানো অবস্থা থেকে সিজদায় যাওয়ার সময় হাঁটু মাটিতে লাগার আগ পর্যন্ত বুক সম্পূর্ণ সোজা রাখা জরুরি। অপারগতা ছাড়া বুক ঝুঁকিয়ে সিজদায় গেলে একাধিক রুকু হয়ে সুন্নাতের খেলাফ হবে। দু'সিজদার মাঝে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে এক তাসবীহ পরিমাণ স্থির হয়ে বসা জরুরি। (সাহাবাগণের আমল থেকে উদ্ধৃত)

নামাযে বসার সুন্নাত ১৩টি

১. বাম পা বিছিয়ে তার ওপর বসা। ডান পা সোজাভাবে দাঁড়িয়ে রাখা। উভয় পায়ের আঙুলসমূহ সাধ্যমতো কিবলার দিকে মুড়িয়ে রাখা। (বুখারী-১/১১৪, হা. ৮২৭, মুসলিম ১/১৯৪,১৯৫ হা. ৪৯৮)
* মহিলাগণ বাম নিতম্বের ওপর বসবে এবং উভয় পা ডান দিকে বের করে কিবলামুখী করত মাটিতে বিছিয়ে রাখবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা-১/২৭১ হা.২৮০৮, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক-৩/১৩৯ হা.

৫০৭৫ সহীহ)
২. উভয় হাত রানের ওপর হাঁটু বরাবর করে রাখা এবং দৃষ্টি দুই হাঁটুর মাঝ বরাবর রাখা। (মুসলিম-১/২১৬ হা. ৫৮০, আবু দাউদ- ১/১৪২, হা. ৯৯০)
পুরুষগণ হাতের আঙুলগুলো স্বাভাবিকভাবে রাখবে।
* মহিলাগণ মিলিয়ে রাখবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা-১/২৭০ হা. ২৭৯৪ সহীহ।
৩. 'আশ্হাদু' বলার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা এক সাথে মিলিয়ে গোলাকার বৃত্ত বানানো এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয় মুড়িয়ে রাখা এবং ('লা-ইলাহা' বলার সময় শাহাদাত আঙুল সামান্য উঁচু করে ইশারা করা। অতঃপর 'ইল্লাল্লাহু' বলার সময় আঙুলের মাথা সামান্য ঝুঁকানো। হাঁটুর সাথে না লাগানো।) (আবু দাউদ-১/১০৫ হা. ৭২৬ সহীহ, নাসাঈ- হা. ১২৭৩ হাসান)
৪. আখেরী বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর দরূদ শরীফ পাঠ করা। (বুখারী ১/৪৭৭, হা. ৩৩৭০, তিরমিযী- ২/১৮৬ হা. ৩৪৭৭)
৫. দরূদ শরীফের পর দু'আয়ে মাছুরা পড়া। (বুখারী- ১/১১৫ হা. ৮৩৪/ তিরমিযী- ১/১৩০ হা. ৫৯৩)
৬. উভয় দিকে সালাম ফিরানো। (মুসলিম ১/১৮১, হা. ৫৮২, তিরমিযী ১/৬৫ হা. ২৯৫)
৭. ডান দিকে আগে সালাম ফিরানো। উভয় সালাম কিবলার দিক থেকে আরম্ভ করা এবং সালামের সময় দৃষ্টি কাঁধের দিকে রাখা। (মুসলিম ১/২১৬ হা. ৫৮২, তিরমিযী ১/৬৬ হা. ২৯৬)
৮. ইমাম উভয় সালামে মুক্তাদী, ফেরেশতা ও নামাযী জ্বিনদের প্রতি সালাম করার নিয়ত করা। (মুসলিম ১/১৮১ হা. ৪৩১, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২/২২২ হা. ৩১৪১ সহীহ)
৯. মুক্তাদীগণ উভয় সালামে ইমাম, অন্যান্য মুসল্লী, ফেরেশতা ও নামাযী জ্বিনদের প্রতি সালাম করার নিয়ত করা। (মুসলিম ১/১৮১ হা. ৪৩১, ইবনে মাজাহ ১/৬৫, ৬৬ হা. ৯২২, সহীহ মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২/২২৩, ২২৪ হা. ৩১৪৯, ৩১৫২ সহীহ)
১০. একাকী নামাযী ব্যক্তি শুধু ফেরেশতাগণের প্রতি সালাম করার নিয়ত করা। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২/২২১ হা. ৩১৪০ সহীহ)
১১. মুক্তাদীগণ ইমামের সালাম ফিরানোর সাথে সাথে অবিলম্বে সালাম ফিরানো। (বুখারী ১/১১৬ হা. ৮৩৮)
১২. ইমাম সালাম ফিরানোর সময় দ্বিতীয় সালাম প্রথম সালাম অপেক্ষা আস্তে বলা এবং প্রথম সালাম অপেক্ষা দ্বিতীয় সালামে মদ কম করা। (তিরমিযী ১/৬৬ হা. ২৯৭, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ ১/৩০০ হা. ৩০৫৭ সহীহ)
১৩. ইমামের দ্বিতীয় সালাম ফিরানো শেষ হলে মাসবূকের ছুটে যাওয়া নামায আদায়ের জন্য দাঁড়ানো। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২/২২৫ হা. ৩১৫৬ সহীহ)

মুনাজাত ও দু'আর সুন্নাতসমূহ

১. উযুর সাথে কিবলামুখী হয়ে দু'আ করা। দু'আর শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা করা এবং নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর দরূদ শরীফ পাঠ করা। (বুখারী ২/৯৪৪ হা. ৬৩৮৩, ২/৯৩৯ হা. ৬৩৪৩, আবু দাউদ ১/২০৮ হা. ১৪৮১, তিরমিযী ২/১৮৬ হা. ৩৪৭৭ সহীহ)
২. উভয় হাত বুক বরাবর রাখা। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক-২/২৪৭ হা. ৩২৩৪ সহীহ)
৩. হাতের তালু আসমানের দিকে প্রশস্ত করে রাখা। (তাবরানী কাবীর ৪/১৩৭ হা. ৩৮৪২ হাসান)
৪. হাতের আঙুলসমূহ স্বাভাবিক ফাঁকা রাখা। (মুস্তাদরাকে হাকেম ১/৫১৬ হা. ১৮৯৯ সহীহ)
৫. দু'হাতের মাঝখানে সামান্য ফাঁকা রাখা। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২/২৫১, হা. ৩২৪৯, সহীহ)
৬. মন দিয়ে আকুতি-মিনতি সহকারে দু'আ করা। (সূরা আ'রাফ আয়াত ৫৫, ২০৫)
৭. আল্লাহর নিকট দু'আর বিষয়টি বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সাথে বারবার চাওয়া। (বুখারী ২/৯৩৮ হা. ৬৩৩৮, মুসলিম- ২/৩৪২ হা. ৬৬৭৮)
৮. ইখলাসের সাথে নিঃশব্দে দু'আ করা মুস্তাহাব। (সূরা আ'রাফ, ৫৫,২০৫, বুখারী ১/৪২০ হা. ২৯৯২)
৯. আল্লাহ পাকের প্রশংসা এবং রাসূল (সা.)-এর ওপর দরূদ-সালাম ও 'আমীন' বলে দু'আ শেষ করা। (সূরায়ে ইউনুস, আয়াত ১০ মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক-২/২১৬ হা. ৩১১৭ হাদীস গ্রহণযোগ্য, আবু দাউদ-১/১৩৫ হা. ৯৩৮ হাসান)
১০. মুনাজাতের পর হস্তদ্বয় দ্বারা মুখমণ্ডল মুছে নেয়া। (আবু দাউদ-২/১৬৩,১৬৪ হা. ১৪৮৫, ১৪৯২ হাসান)

বি.দ্র. হাদীসের উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে ভারত বর্ষে প্রচলিত প্রকাশনা অনুযায়ী খণ্ড ও পৃষ্ঠা নাম্বার উল্লেখ করা হয়েছে।